॥ সূচীপত্র ॥

জীবনময় দত্তের অন্যান্য বই :

- জয়শ্রী তোমাকে [কাব্যগ্রন্থ]
- ফেরিঘাটে সম্মিলিত প্রার্থনা [সম্পাদিত কাব্য সংকলন]
- বিবরের সংলাপ [নাটক]
- নির্জনে নিজস্ব সংলাপ [সম্পাদিত কাব্য সংকলন]

জয়শ্রীকে

ভালোবাসার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই

তোমার ফেলে আসা অন্ধকারে
আমার অনুভব—
প্রেয়সীর নিটোল স্তনের পরিধিতে
আমি এখন প্রবাসী।
অথচ কি আশ্চর্য !
প্রেম বা ঘৃণা
সবই তো তোমার কথা
তবে কেন আলোর ঠিকানা
স্মৃতির ঝাঁপিতে মাথা খুঁড়ছে !
বেঁচে থাকায়
বা
মরে যাওয়ায়
ভালোবাসার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

কেউতো পাটকাঠির আগুন ছোঁয়াবে

দরজার কড়া নাড়া শুনে
খুলে দিতেই
প্রশ্ন হলো—কি তৈরী তো ?
বাইরে তাকালাম—
অগণিত মানুষ
দীর্ঘ মিছিলে
আওয়াজ তুলছে—কি তৈরী তো ?
তৈরী বৈ কি ।

তিল তিল জমে ওঠা
একবুক বারুদ নিয়ে
বেরিয়ে এলাম ।

মনে আশা—
কেউ তো পাটকাঠির আগুনটা ছোঁয়াবে ।

প্লাটফর্মে ট্রেনের প্রতীক্ষায়

প্লাটফর্ম জনাকীর্ণ
বিদীর্ণ আমি
ব্যস্ততা, ধাক্কা, হুকার আর ভিখিরী
এই নিয়ে প্রতীক্ষায় আছি
ট্রেনটা আসার সময় হয়ে গেলো
নিঃশব্দ শব্দগুলো
ক্রমশঃ সোচ্চার হচ্ছে
অথচ সময় পার করেও
সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে
ট্রেনটা এলোনা।

আমি জীবনময় দত্ত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে
কী নিঃসহায় নিঃসঙ্গ নিদারুণ একাকী।

দর্পণে নিজের মুখ

একটু কান পাতলেই শুনতে পাই
সমুদ্র গর্জনের মতো
অদৃশ্য অসংখ্য খিলানে
প্রতিধ্বনিত
কবিতার শব্দাবলীর
অলৌকিক উচ্চনাদ।

অথচ
এই মুহূর্তে
রোজকার দর্পণে
বারবার দেখা
নিজের মুখটা
কিছুতেই দেখতে পেলাম না।

সব নয় বৃথা

প্রতীক্ষার বিফলতা
প্রত্যয়ের দীক্ষা দেয়।
লড়াই শুরু হয়
জয় সোনার ঘট পূর্ণ করে।
উদ্ভাসিত মুখ
প্রজ্বলিতসুখ
আঁধার বৃত্তের শেষে
প্রত্যয়ের হাসি হেসে
ভাবা যায়—সব নয় বৃথা।

সময় ভীষণ সংক্ষিপ্ত

সময় ভীষণ সংক্ষিপ্ত
বন্ধ ঘর—
আমৃত্যু প্রার্থনা ফলহীন।
শুধুই শীতলতা বাড়বে
আলো আর মৃগনাভির সুরভির জন্যে
এবার তাই দরজা, জানালা
বা
ছাদ ভাঙতেই হবে
কারণ সময় ভীষণ সংক্ষিপ্ত।

আলোর দিকে

অন্ধকারের ঘেরাটোপ
মাথায় দিয়ে রাত আসছে।
দিন গতপ্রায়
ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ছে।
আলো আলো—বলে দু'হাত তুলে
চিৎকার করছে একদল লোক—
ওরা চিৎকার করছে, করবে, করবেই।
অথচ রাত ঘন হোলো।
আরও গাঢ় হোলো।
চিৎকার কিন্তু থেমে রইলো না······

স্বাধীনতা

বুকের গভীরে
মৃগনাভির সুরভি খুঁজতে গিয়ে
বারুদের গন্ধ পেলাম।
আর—
মাটিতে পেলাম
রক্তের পিচ্ছিলতা।
বাতাসের গায়ে একটাই কথা
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা……
নারকেলপাতার সিরসিরানি
আজ স্তব্ধ।
চালাঘরের মসৃণ ছায়ায়
ঘন অন্ধকার ঘিরে বোবা আতঙ্ক
তবুও,
মুখে-বুকে-শব্দে-গন্ধে
নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে
আলোয়-অন্ধকারে একটাই কথা
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা……

চক্রবেড়ে চলা

অথর্ব ভাবনার বুদবুদের সুড়সুড়ি হঠাৎ
আমায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলো।
অর্থহীন অর্থের সন্ধানে নাগরদোলায় ঘুরতে লাগলাম।
ক্লান্ত হয়ে   সীমানা হারিয়ে
          আবার নতুন করে
                    নতুন করে আবার
সেই পুরোনো পথে পা বাড়ালাম।

পালাবদল

কোথায়
কবে
কখন
যে শুরু হয়েছিলো
কেউ আর মনে রাখেনি।
রাখা সম্ভবও নয়।
কারণ রোজকার ফাঁক ভরাতেই সবাই ব্যস্ত
অথচ এভাবেও চলেনা কিছু
তাই
সকলে দু'হাত তুলে চিৎকার শুরু করলো।
থামাবার জন্য কিছু লোক
অস্থির হলেও
তা আর সম্ভব নয়
কারণ
সেই একদল লোক
এখন সমুদ্রের ডাকে সাড়া দিয়ে
সে কণ্ঠস্বর শোনার
প্রার্থনায় রত।

কোডারমা থেকে গিরিডি কতো মাইল

কোডারমা থেকে গিরিডি
কতো মাইল !
ঘন অন্ধকারে
আমরা ক'জন
মধ্যরাতে গাড়ীর প্রচণ্ড
বৈদ্যুতিক ব্যর্থতায়
নিশ্চল হয়ে আছি ।
আকাশ, উপুড় করে
বৃষ্টি ঢালছে একটানা
কোথাও আলো নেই
জীবনের সাড়া নেই কোথাও
দূরের জঙ্গলে শালগাছের মাথায়
হাওয়ার মাতন
সেই মুহূর্তের বিচিত্র সশব্দ
নৈঃশব্দের আবহতায়
নিজের দিকে মুখ ফিরিয়ে
মুখোমুখি হলাম
কিছু অলৌকিক দৃশ্যাবলীর ।
জন্ম থেকে মৃত্যুর ব্যবধান
মাপতে মাপতে
পোষা ময়নার যান্ত্রিক সরগম,
বিনা প্রতিবাদে
জৈবিক জাবর কাটা
আর দুঃস্বপ্নের অভিযান······
এখন কোডারমা থেকে গিরিডি
কতো মাইল !

স্কেচ

ছাদের কার্নিশে মরা আলো
হলদেটে।
ঠিক পাকা বাতাবী লেবুর বাইরের মতো
জানালার বাইরে একটুকরো রক্তস্নাত সূর্য,
আকাশের নীল ক্যানভাসে দিনের মৃত্যুর ছবি
ধোঁয়াটে।
রাস্তার জনস্রোত ঘরমুখো
তাদের চোখে মরা মাছের দৃষ্টি
নিষ্প্রভ আর ফ্যাকাসে মুখ
যেন বিষণ্ণ বিকেলেরই সত্য প্রতিলিপি ॥

জলছবি

প্রবহমান আঁধার নিংড়ে
এক ফোঁটাও আলো পেলামনা…
কণ্ঠনালীতে আটকানো
সূর্য বুঝি আজ দীপ্তিহীন।
সুপ্রাচীন গীর্জার মৌনতা
কোলাহলে ভরে দিতে চেয়েও
বিফল হলাম

মর্গের স্তব্ধতা ঘিরে
আছে চলমান শবাধার।
আসলে শ্যাওলাধরা
সনাতন জলছবি ছাড়া
এখন কোনো অলৌকিক
দৃশ্য আর অবশিষ্ট নেই।

সংরক্ষিত আসন

কুয়াশা ভেদ করে সূর্যোদয়ের মতো
আমার এখন জয়শ্রীকে
মনে পড়ছে। ওর বুকের গড়ন
মেঘের মতো
চোখে সাগরের ডাক আর
ঠোঁটের আয়নায় উড়ন্ত পাখীর
ডানার ছায়া
যদি দেখা হয়
বলে দিও
এখন ওর আসন
সংরক্ষিত আছে হৃদয়ে আমার।

এবার অবসর

শুকনো হাওয়ায়
শতাব্দীর বৃদ্ধতম পথ
ভবিষ্যতে মন্বন্তরের
আভাস পেলো।
প্রৌঢ় অভিজ্ঞতা
অনেক শ্মশান পেরিয়েও
অম্লান। অনিশ্চিত বর্তমান
শূন্য অতীত
আর আশঙ্কিত ভবিষ্যৎ—
এই নিয়ে
অন্য যা কিছুই হোক
বেঁচে থাকার অর্থ হয়না।
তাই শতাব্দীর বৃদ্ধতম পথ
স্থির করলো
এবার অবসর গ্রহণ করবে।

ফলাফল শূণ্য

একটা বিশ্রী অনুভূতি
জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ হারিয়ে গেলো।
ডুবুরী নামিয়ে অন্বেষণেও
কোনো ফল হোলো না।
নিবিড় অন্ধকার
আর নিশ্ছিদ্র নীরবতা ছাড়া
কিছুই অবশিষ্ট নেই।

অন্য জীবনের সন্ধানে

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ
এ সবের মধ্যে জীবনের
গতি এখন মাধ্যাকর্ষণ হারিয়েছে।
সকাল থেকে গোধূলি
সন্ধ্যার মৃত্যুতে রাত
তারপর সকাল
হোঁচট খেতে খেতে
নিতান্তই গতানুগতিক।
মাঝে-মধ্যে রোবট-উত্তেজনা
এই আর কি—
তারপর সকাল
আবার সকাল…

ঘনত্বের আমি ও সে

আমার মগ্ন চৈতন্যে
আমি আর সে
সে আর আমি
আমার মগ্ন চৈতন্যে
ছায়া ছায়া অন্ধকারে
ঘন হয়ে ঘনত্ব চাইছিলাম।
সময়ের বয়স—
কবিতার খাতায়
অনেক আঁকিবুঁকি আঁকলেও
আয়তন ও ওজনের বাইরে
ঘনত্ব পেলাম না।......

প্রত্যয়

ওদের সৃষ্ট খাদ্য ও ক্ষুধার ব্যবধান ঘোচাতে
অগণিত মানুষ আজ বদ্ধপরিকর।
পুণ্যশ্লোক হারিয়ে গেছে মানুষের হৃদয় থেকে
বাকি আছে অনিশ্চিত শূন্যতা।
সেই শূন্যতায় নৈরাজ্য, উপেক্ষা আর অপমান।
তারই অসীম ভারে নিপীড়িত মানবতা
ওদের সৃষ্ট শোষণ আর শোষিতের ব্যবধান ঘোচাতে
আজ বদ্ধ পরিকর।

ভালোবাসায় ফেরা

ভালোবাসার অর্থ আজ পরমার্থ আর দেহ
হৃদয় বলতে বোঝায় বোকামী আর মোহ।
হৃদয়ের জগতে ভালোবাসার স্থান নেই
উদ্দাম উন্মত্ততায় আজ তার ঠাঁই
হাটের বিকিকিনিতে, রাতের ক্লেদ পঙ্কিল ছায়া মিছিলে।
ওরা জানেনা
হাট ভাঙবেই—পঙ্কিল রাত
শেষ হবেই।
ভালোবাসা তখন ফিরে যাবে নিজের স্থানে—হৃদয়ে।

স্বপ্ন

শিশু তুমি ভারতবর্ষে জন্মাবার
স্বপ্ন দেখছো ?
আমারও গর্ব ছিলো, ছিলো—কিন্তু এখন নেই।
রেশনকার্ড, দুর্ভিক্ষ, চোরাকারবার, হতাশা, আত্মহত্যা সঙ্গী তোমার
মহা অতীতের।
সিঁড়ি ভেঙে এখন এখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কল্পনা
আর যৌবন যেখানে হস্তমৈথুনের যন্ত্রণা।
জীবনের দাম মুখোসের চাকচিক্যে
মৃত্যুর দুঃস্বপ্নরা ভোগের অর্থ করে
রোগের আধিক্যে।
৪০,০০০০০০ মানুষের জীবন মাটির সঙ্গে বাঁধা
তবুও তারা খিদেয় ভিক্ষে করে, মরে—সেও এক ধাঁধা।
তবুও তুমি স্বপ্ন দেখছো ?
গর্বের চূড়া লোলচর্মার স্তনের এপিটাফ হবার
পূর্বে আর একবার ভাবো।

এ আর এক শপথ

আকাশের নীলিমা
কি মাতৃজঠরের সেই আঁধারে ছেয়ে যাবে।
আহত বাতাসে
বাংলার জীর্ণ কুটীরে
নারিকেল বীথির সেই ছায়া
আর বুঝি আলপনা আঁকবেনা।
দীর্ণ মাটির কান্না
বুকে হেঁটে হেঁটে অনেক পথ
পেরিয়েও আলোর নিশান পায়নি।
জমাট মৃত্যু বুকে নিয়ে
রাত্রির মিনারে বসে আছি
—চোখে সূর্যাকাঙ্খার আর্তি
কারণ বাঁচতেই হবে
প্রত্যয় আর শপথের পথ ধরে
এক বিরামহীন সংগ্রামের
মুখোমুখি হবার পালা এখন।

ভালোবাসা

আজকাল যা চলছে
তা কি ভালোবাসা !
শুধু দেহ ঘিরে
যাওয়া আর আসা।
ক্লান্ত পথিক ফিরে মরে
মরীচিকার মায়ায়
গোধূলির আলো
বারে বারে রং বদলায়।

ইদানীং বেঁচে থাকা

জানালায় পর্দা দিলে
কি আর
রাস্তার ধুলো আটকা পড়ে !
ঘরে ছায়া
বাতাস কিন্তু বীজাণুমুক্ত নয়
কোথায় বসন্ত !
ভালোবাসার কথা
শুনেছিলাম
এখন তো ওসব মরা ব্যাঙের
উল্টো পিঠের মতো
ফ্যাকাসে, সাদা । তাছাড়া
শাশ্বতী এখন ব্যস্ত
রাস্তায় দাঁড়িয়ে
কারণ তাকেও তো
সকলের সঙ্গে
বেঁচে থাকতে হবে ।

উত্তরণ

আর্তকণ্ঠ কেঁপে ওঠে
বাতাসের বুক চিরে
এ অন্যায় এ অবিচার
বর্বরের বলাৎকার।
আলোর বন্যাধারায় ছিটকে ওঠে খুশীর জোয়ার
তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ ॥

ওপার বাংলা

পায়ে পায়ে
আজকের এই নিছক সুখ-টুখ
সন্ধানের আয়োজন
আমার কাছে নিরর্থক বলে মনে হয়।
কারণ
যা শুধু ক্লান্তিই উপহার দেয়
তার চেয়ে
মনটাকে আণবিক করে পা পা
ভীষণ দ্রুত তেইশ পা
পেছিয়ে নিলে অনেক শান্তি।
কারণ মনের মধ্যে এখনও
বন্ধ ঘরের মৃগনাভের সুরভির মতো
ওপার বাংলা আমায় মাতাল করে॥

বিস্ফোরণ

যা হচ্ছে
তা আর বরদাস্ত
করা যায় না।
তাই আর
অপেক্ষার
হামাগুড়ি নয়
এবার চাই বিস্ফোরণ—
তারপর চলবে
প্রসারিত প্রতীক্ষায়
পবিত্রতা খোঁজার পালা।

সেই অন্ধকার শীতলতা

প্রাত্যহিকতার এই একঘেয়ে
রিহার্সালে সীমাহীন জটিলতা বেয়ে
আলো আর উত্তাপ
উত্তাপ আর আলোর
নিশানা খুঁজতে গিয়ে হয়রাণ।
প্রার্থিত নাটকীয়তার পরিবর্তে
স্বল্প পাল্লার দৌড়ে
পরাজিতের ব্যর্থতা
বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়
ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার কথা।
তাই এখন আমি
মাতৃজঠরের
সেই অন্ধকার শীতলতা
ফিরে পেতে চাই
আগামী কোনো এক
আলোকিত ভবিষ্যতের জন্যে ॥

শাশ্বতীকে

আজ মনে হচ্ছে
এই প্রাত্যহিকতার ভীড়ে
শাশ্বতী, আমরা শুধুই অভ্যাসের দাস।
ভালো লাগেনা এই একঘেয়ে পদযাত্রা
অজন্তা ইলোরা আমায়
ডাকে। বুকের মধ্যে এক অস্থির কাঁপন
তোলে ;
ভাবি, সব নিয়মের আগল খুলে
তোমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়বো।
কোমল তনুর শ্যামলিমায়
বৃহত্তর পরিধির জন্য একটা কেন্দ্র গড়বো।

ইদানীং স্বপ্নরা

স্বপ্ন দেখবো বলে
স্থির করেছিলাম।
এখন
এই মধ্যরাতেও ঘুমের দেখা
না পেয়ে
আবার স্থির করলাম
স্বপ্ন দেখবো—
শেষরাতেও হয়তো ঘুম আসবেনা
তবুও
স্বপ্ন দেখার ভাবনারা
অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কিন্তু বিরাম দেবেনা।

জীবন যেরকম

অন্যমনে অন্যখানে জয়শ্রী
এখন স্মৃতির দরবারে কুর্নিশ জানাচ্ছে
গোলাম বাদশা বাঁদী বেগম
বা পার্শ্বদরা কেউ ঢেউ ভেঙে
জাগছে না।
অগণিত জোনাকী আর অস্পষ্ট কথাবার্তা
কিছু থোক থোক অন্ধকার
শান্ত ঝিলের গভীরতার
মতো অনেক নীরবতার
অন্বেষণে অপার্থিব এক যন্ত্রণা।

ষ্টেশানে গাড়ী ছাড়ার পরও
কোলাহল একেবারে থামে না
শুধু কমে যায় খানিকটা
সব যাত্রীই তখন শুনতে পায়
খোঁড়া এ্যাংলো ভিখারীটার
বিড় বিড় করে বার বার
বলা কথাটা
—দিস ইজ লাইফ বাবু…।

ভালোবাসার কোনো অবয়ব নেই

তোরঙ্গ খুলে
স্মৃতিগুলো
একে একে রোদে বিছিয়ে
দিয়ে দিতে
নতুন করে জয়ন্তীর ডাগর চোখে
হারিয়ে গেলাম……
ব্যর্থ প্রেমিকের সংজ্ঞা কি ?
প্রশ্নটা নিয়ে
বারবার গুণভাগ করেও
কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলাম না।
ভালোবাসার কোনো অবয়ব নেই—
প্রত্যাশী নদীতে ভোরের সূচনার মতো
আমার পৃথিবী
যাবতীয় স্মৃতির আনন্দে উজ্জ্বল।